বাংলাভিশন

ISSN: 2079-567X

খণ্ড ১৪ ● সংখ্যা ১ ● জুন ২০১৪

শিল্পায়ন ও নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন, আমরা কতটুকু প্রস্তুত? পর্যালোচনা

ড. আহসান হাবিব*

*[**কৈফিয়ত:** ডক্টরস ডেভিস এবং ল্যাংহাম 'প্রোডাক্টিভিটি এন্ড ডাইভার্সিফিকেশন চেঞ্জস্ ইন দ্যা এগরিকালচার সেক্টর.....' শিরোনামে যে দীর্ঘ নিবন্ধ প্রণয়ন করেছেন সম্ভবত পৃথিবীর সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাধিক পঠিত প্রবন্ধসমূহের অন্যতম। দুভাগ্যজনকভাবে এ প্রবন্ধটি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অনেকটাই অপঠিত–অনালোচিত বা উপেক্ষিত রয়ে গেছে। প্রকৃত অর্থে প্রবন্ধটি সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, পরিবেশবিদ্যা, কৃষিবিজ্ঞান, জনমিতি এবং উন্নয়ন অধ্যয়ন শাস্ত্রের একটি কালোত্তীর্ণ রূপরেখা। মৌলিক পাঠ হিসেবে ইংরেজীতে লেখা প্রবন্ধটি অবশ্য বাংলাদেশের ছাত্র–ছাত্রীদের জন্য খুব সুখপাঠ্য নয়। ফলিত সমাজবিজ্ঞানের একাধিক শাখায় প্রবন্ধটির পুন:পৌনিক পাঠের সীমাহীন প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজনীয়তার নিরিখেই প্রবন্ধটির পর্যালোচনা উপস্থাপন করা হল। প্রকৃতপক্ষে, ডক্টরস ডেভিস এবং ল্যাংহাম যে দীর্ঘ নিবন্ধ প্রণয়ন করেছেন তাতে অভ্যন্তরীণ বাজার বনাম আন্তর্জাতিক বাজারের অবস্থান, ক্ষুদ্র বনাম বৃহত্তর কৃষি সম্প্রদায়, উত্তর বনাম দক্ষিণ মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেন। সবশেষে তারা উন্নয়নশীল বিশ্বে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করেন। তাদের আলোচনার একটি পর্যালোচনামূলক অধ্যয়ন ফলিত সমাজবিজ্ঞান জ্ঞানান্বেষীদের জন্য আবশ্যক।]*

***মূলশব্দ ঃ** উন্নয়নশীল বিশ্ব, শিল্পায়ন, নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন।*

ভূমিকা

এই প্রবন্ধে কৃষি শিল্পায়ন এবং নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের মধ্যে সংহতি স্থাপনের লক্ষ্যে আলোচনা করা হয়েছে। ডক্টরস ডেভিস এবং ল্যাংহাম যে দীর্ঘ নিবন্ধ প্রণয়ন করেছেন তাতে অভ্যন্তরীণ বাজার বনাম আন্তর্জাতিক বাজারের অবস্থান, ক্ষুদ্র বনাম বৃহত্তর কৃষি সম্প্রদায়, উত্তর বনাম দক্ষিণ মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেন। সবশেষে তারা উন্নয়নশীল বিশ্বে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করেন। এখানে লক্ষ্য রাখার বিষয় হচ্ছে এই যে ডক্টর ডাবেনস্টট এর নিবন্ধটি মূলত আভ্যন্ত রীণ শিল্পায়নকে ঘিরেই রচিত। এই নিবন্ধে আমি কিভাবে শিল্পায়ন চর্চা করা হয় তার কিছু দৃষ্টান্ত দেখব এবং এর ভবিষ্যত নিয়েও আলোচনা করতে দেখব। ডাবেনস্টট অবশ্য এখানে নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের বিষয়ে কোন উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেন নি বরং তিনি ভোক্তা চাহিদার উপর আলোকপাত দিয়েছেন যাতে দেখা যায় তারা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর দ্রুত সেবা এবং মানসম্পন্ন উৎপাদনের চাহিদার চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

যে সকল মূখ্য বিষয় শিল্পায়নকে তরান্বিত করেছে সেগুলো উভয় নিবন্ধে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তারা, এর সাথে যে যে নিয়ামকগুলো সম্পৃক্ত ছিল সেগুলোকে উল্লেখ করতে হয়তো ভুলে গেছেন। বাস্তবিক আলোচনায় আমরা দেখতে পাব যে গতিশীল অনেক প্রক্রিয়াই শিল্পায়নের সাথে সম্পৃক্ত। তবে আমরা কৃতজ্ঞ এই জন্য যে নিবন্ধ দুটিতে এটাই স্পষ্ট হয়েছে যে বর্তমানে কৃষিমুখী অর্থনীতিবিদগণ একটু অস্বস্তিতে আছেন কেননা তারা এখন বাজারের গতিপ্রকৃতি সঠিকভাবে বুঝে উঠতে পারছেন না। অনেকগুলো কৃষি খামারী এখন বিভিন্ন দিকে নিজেদের সংহত করার চেষ্টা করছে যাতে ঝুঁকির মাত্রা কমে যায়। বিষয়গুলো অবশ্য নির্ভর করছে কার বক্তব্য আপনি শুনছেন তার উপর। তবে বাস্তব জগতে ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে লিপ্ত এমন কোন ব্যক্তি আপনাকে বলবে যে এখানে আসলে অনেক গোমর রয়ে গেছে। তাই নিবন্ধের শিরোনাম হচ্ছে, "আমরা কতটুকু প্রস্তুত?" প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি এই সকল বিষয় মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত। যদি তাই হয় তাহলে আমাদেরকে নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোরও মুখোমুখি হতে হবে।

---

* সহকারী অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত), অ্যাপ্লায়িড সোসিওলজি বিভাগ, আশা ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ।

প্রশ্ন হচ্ছে, শিল্পায়নে যে সকল পরিবর্তন হচ্ছে সেগুলো আমরা কতটুকু চর্চা করতে পারি। এখানে নিবন্ধকার বলেন প্রতিযোগীতার আলোকেই আমরা উৎপাদন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবো না। এর আলোকে আমরা ডেভিস এবং ল্যাংহাম এর উন্নয়নশীল বিশ্বের শিল্পায়নও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হব না। আমাদেরকে বিভিন্ন পেশাদারী দক্ষতার মাধ্যমে জটিল সম্পর্কগুলোর বিশ্লেষণ করতে হবে এবং শান্তিপূর্ণ ধারণার আরামদায়ক জগত থেকেও বের হয়ে আসতে হবে।

এই নিবন্ধগুলো পর্যালোচনা করলেই আমরা দেখতে পাব শিল্পায়নের চালিকা শক্তি হচ্ছে মূলত চারটি ঃ প্রযুক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন, মানব সম্পদ এবং প্রাধান্য। তার সাথে যুক্ত হতে পারে প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার। এখন আমরা এই প্রতিটি প্রপঞ্চ ও কর্মকান্ড নিয়ে আলোচনা করে দেখতে পারি তা নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের সাথে কতটুকু সম্পৃক্ত।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন

উভয় নিবন্ধে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের অপরিহার্যতার উপর জোর দেয়া হয়েছে। যেমন, ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক লেনদেনের সাথে যখন উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থা সম্পৃক্ত হবে তখনই দেশ বাধ্য হবে তার আইনকে ঢেলে সাজাতে এবং রাজনৈতিক সম্পদগুলোকে যথাসম্ভব কার্যকরীভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করবে যাতে করে আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারে। এই প্রপঞ্চ অবশ্য সনাতন রাসায়নিক উপাদানগুলোর ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করবে এবং চলমান বিশ্বে যে অকার্যকর উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রচলিত সেগুলোও বর্জন করার চেষ্টা করবে। এখন উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য অধিকাংশ কৃষি রাসায়নিক কোম্পানীগুলো পরিবেশবান্ধব রাসায়নিক উপাদান তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া গ্যাট চুক্তির আলোকে উন্নয়নশীল বিশ্ব থেকে যে খাদ্য দ্রব্য আমদানি করা হচ্ছে সেগুলোর জন্য উন্নয়নশীল বিশ্বের আলোকে নির্দিষ্ট মানদন্ড প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে করে কেমিক্যাল কোম্পানিগুলো সারা বিশ্বে পরিবেশবান্ধব রাসায়নিক উপাদান তৈরি করতে বাধ্য। এখান থেকেই বোঝা যায় যে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন কৃষি ব্যবস্থাকে নিরবচ্ছিন্ন হতে সহায়তা করবে।

পরবর্তী বিষয় হচ্ছে আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন নিয়ে। এর সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ অধিকারের বিষয়টি সম্পৃক্ত। উন্নয়নশীল বিশ্বে উন্নয়ন ও গবেষণা রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট কার্যকর আইন প্রবর্তন করা হয় নি। তাই ঐ সকল দেশে আধুনিক প্রযুক্তির আনাগোনা বেশি দেখা যায় না। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে সাব–সাহারান আফ্রিকার দেশগুলো যতক্ষণ না ইন্টিলেকচ্যুয়াল প্রোপার্টি লস প্রবর্তন ও কার্যকর করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের কৃষি পণ্যগুলোকে বিশ্বব্যাপী বাজারজাত করতে পারবে না। যেমন জিম্বাবুয়েতে একটি কৃষি বীজের কোম্পানী এই দেশ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেয় কেননা এখানকার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ আইন হচ্ছে খুবই দূর্বল। এ থেকেই আমরা আফ্রিকান দেশগুলোর স্থানীয় ও বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর দুর্দশা আঁচ করতে পারি।

তবে উন্নয়নশীল অনেক দেশেই আইপিআর অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ আইন সম্বন্ধে উদাসীন। তাদের বিশ্বাস প্রযুক্তি সম্বন্ধীয় বিদ্যা তাদেরকে অল্প খরচে দিতে হবে। কেননা যদি এতে করে দারিদ্র্য পীড়িত দেশগুলোই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত হয় তাহলে তা সারা বিশ্বের জন্য উপকার বয়ে নিয়ে আসবে। শিল্পোন্নত দেশগুলো গবেষণা এবং উন্নয়ন (আরএন্ডডি) থেকে যে খাজানা আসে তার উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। এই দেশগুলোর বিশ্বাস যে যদি এগুলো কোন ভাল ফলাফল বয়ে নিয়ে না আসে তাহলে গবেষণা ও উন্নয়ন নিরুৎসাহিত হবে এবং শুধু তাদের নয় সারা বিশ্বেরই উন্নয়ন ব্যাহত হবে (ম্যানসফিল্ড, ১৯৯৩; এন্ড মাস্কাস, ১৯৯৩)। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে চুরি যাওয়ার কারণে এই দেশের প্রযুক্তি খাতে প্রায় ৬১ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হচ্ছে প্রতি বছর।

যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য কৃষি প্রযুক্তির চুরি সমস্যাটি বেশি প্রকট নয়। যুক্তরাষ্ট্র অনেক সময় অন্যান্য দেশগুলোকে বোঝাতে চেষ্টা করে এমন কি মানতে বাধ্য করে যে ওয়ার্ল্ড ইন্টিলেকচ্যুয়াল প্রোপার্টি রাইটস অরগানাইজেশন এর ঘোষণা অনুযায়ী সবাইকে চলতে হবে। বিষয়টি ডাবেনস্টট এর নিবন্ধে আরো স্পষ্ট হবে। আমরা দেখতে পাব যে কাপড় চোপড়ের যেমন নকশাবিদ তৈরি হচ্ছে প্রযুক্তির কল্যাণে এখন খাদ্যেরও নকশাবিদ শ্রেণি বেরিয়ে এসেছে। এখন এ ধরনের কাঁচা বাজারের নিরাপত্তার জন্য এত ঢাকঢোল পেটানোর প্রয়োজন রয়েছে কি? কিছু কিছু বাজারে বুদ্ধিবৃত্তিক নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় এখনও বিবেচিত নয়। বাজারগুলো অনেকটাই বর্তমান বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের আইন ও তার প্রবর্তন প্রক্রিয়া নিয়ে একমত নয়।

প্রযুক্তি

বিশ্বব্যাপী এখন যেমন নগরায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে তেমনি পল্লী অঞ্চলগুলোও শস্য জ্বালিয়ে দেয়ার প্রথা থেকে বেরিয়ে আসছে। এটা বলার পর ডেভিস এবং ল্যাংহাম বলেন যে, এতদ্বসত্ত্বেও এই সকল এলাকার উৎপাদনের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে বৈকি। এখন পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি প্রবর্তন করে কৃষি ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর চেস্টা করা হচ্ছে যার কারণে গবেষণা ও উন্নয়ন অর্থৎ আরএন্ডডির মাধ্যমেই সাংস্কৃতিক চাহিদারও উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

উভয় নিবন্ধে এটাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, শিল্পায়নের ক্ষেত্রে স্কেল অর্থনীতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডাবেনস্টট যুক্তি দিয়েছেন যে, কৃষি শিল্পই শিল্পায়নের উপকার আমাদেরকে পৌঁছে দিচ্ছে পরিমিত ব্যয় এবং গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। ডেভিস এবং ল্যাংহাম মনে করেন এই প্রক্রিয়ার সাথে দর কষাকষির ক্ষমতা, যোগাযোগ খরচ, ভোক্তা চাহিদার গুরুত্ব, শ্রম দক্ষতা, স্থানীয় খাদ্যাভাস এবং শারীরিক ও মানবিক পুঁজিরও সম্পর্ক রয়েছে যাতে করে নতুন মাত্রার স্কেল অর্থনীতির প্রবর্তন করা যায়।

ভবিষ্যতের সঞ্চয়গুলো নির্ধারণ করবে তথ্য মহাসড়ক। তথ্য মহাসড়কের কল্যাণে বিভিন্ন বাজার উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে যখন সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হবে তখনই উৎপাদন প্রক্রিয়া অনেক সাশ্রয়ী হয়ে উঠবে। কৃষকরা সরাসরি দামের সংকেত খুঁজে পাবেন, ভোক্তরা সরাসরি খামার, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এমনকি দেশগুলোকে অর্ডার দিতে সক্ষম হবে। তখন পুরো কৃষি বাজার তথ্য মহাসড়কের সাথে সম্পৃক্ত হবে তখন মধ্যসত্ত্ব ভোগীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে এবং অযাচিত অনেক কর্মকান্ডই তাদের উপযোগীতা হারিয়ে ফেলবে। কৃত্রিম চাহিদার পরিবর্তে তখন প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতেই বাজার ব্যবস্থা পরিচালিত হবে। এতে করে যে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সম্পদ সাশ্রয় হবে সেগুলো নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

মানব সম্পদ এবং প্রাধান্য

ডাবেনস্টট এর মতে পরিবর্তনই সবচাইতে শক্তিশালী নিয়ামক হচ্ছে ভোক্তা। ভোক্তা প্রাধান্যই বাজারের চেহারা পাল্টে দিতে সক্ষম যা আমরা বাস্তবে প্রতিফলিত হতে দেখছি। তাদের কারণেই এখন প্রক্রিয়াজাত খাতে চাহিদা বাজারগুলোতে অনেক বেড়েছে। ঘরবাড়ির দিকে তাকালে দেখা যাবে এক মাথার বাসায় এখন চাহিদা বেশি বলে দাবি করছে এবং সেখানে পারিবারের দুই জন যখন অধিকাংশক্ষেত্রেই কামাই করে দেখাচ্ছে তখনও তা ঘরবাড়ির রূপরেখার উপর প্রভাব ফেলে (খুহস্ এবং উহল্, ১৯৯০)। এখন সাধারণ ভোক্তাদের দাবি: "আমি এখন সবকটাই চাই এবং আমি যা পাই তা যেন ভাল হয়" এবং এই দাবিকে ঘিরেই বাজার ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। এই ধরনের চাহিদা ও ভোক্তা মনমানসিকতার জন্যই উদ্যোক্তাদের জন্য বাজার ব্যবস্থা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে আছে।

যদি আমাদের দেশের ভোক্তাদের চাহিদার কথা চিন্তা করা হয় তাহলে বাংলাদেশের বাজার আন্তর্জাতিক সরবরাহকারীরা কোন চোখে দেখেন? নিশ্চয়ই তাদের কাছ থেকে আরও অনেক বেশি আশা করে উন্নত এই দেশের ভোক্তারা। মার্কিন ভোক্তাদের চাহিদা মেটাতে হলে রাতারাতি নতুন কোন পণ্যের উৎপাদন দক্ষতা বাড়াতে হবে। তবে আর্থিক বিনিময়ের কথা চিন্তা করে উদ্যোক্তারা যে কোন ধরনের ঝুকি নিতেও প্রস্তুত থাকেন। আমাদের আদর্শ যে দিকে ইঙ্গিত করে সে অনুযায়ী যদি তারা দায়দায়িত্ব কাধে নিতে না চান তাহলে তাদের কাচামাল উৎপাদন ব্যহত হবে এবং অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়াও ঝুকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। যেহেতু উন্নত উত্তরের দেশগুলোর হাতেই রয়েছে বিশাল পুঁজি ও তার পাশাপাশি উন্নততর প্রযুক্তি সেহেতু তারাই একধরনের জোরপূর্বক স্বল্পমূল্যে কাচামালগুলো নিজেদের দেশে আমদানি করবে এবং এগুলোকে রূপান্তরিত পণ্য হিসেবে পূণরায় দক্ষিণেই রপ্তানি করবে অনেক চড়া দামে (ক্রুগম্যান, ১৯৭৯)। এখান থেকে একটি বাণী স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এখন আগের চাইতে আরো বেশি মানব ও বৈষয়িক সম্পদের ব্যাপারে মনোযোগী হতে হবে, এইখাতে তাদেরকে আরো বেশি বিনিয়োগ করতে হবে যাতে করে রূপান্তরিত পণ্যের সমতুল্য পণ্য তারাও উৎপাদন করে রপ্তানি বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে।

প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস

প্রাকৃতিক সম্পদের উৎস কৃষি শিল্পায়নকে অনেকটা প্রভাবিত করে। অধুনা কৃষি ব্যবস্থা এক ধরনের শিল্পায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কিসের বিনিময়ে? তা কি পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে? আমি যখন কৃষকদের নিয়ে গবেষণা করি তখন বুঝতে পারি যে কৃষকরা যখন পণ্য উৎপাদনের জন্য তাদের জমিজমা লিজ দেন তখন তারাই জমিগুলোর ক্ষতির প্রধান কারণ হয়ে উঠেন। কেননা, তখন এমন সকল আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন চর্চা করা হয় যা জমির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে কোনমতে উৎপাদন বাড়ানো এতে করে জমির উপর বহুমাত্রিক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এমনিই মানসিকতা বিরাজ করছে আমাদের উন্নয়নশীল বিশ্বের কৃষক, কৃষি বাণিজ্যিক খামার এবং সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে। তারা তাদের সিদ্ধান্ত এমনভাবে নেয় যেন তারা কোন জায়গা ধার দিচেছন। এখানে উৎপাদনের মাত্রা বাড়ানোটাই মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বভাবতই যখন কেউ এমন কোন জমির মালিকানা অধিগ্রহণ করে যাতে তাদেরকে যে কোন কিছু যে কোনভাবে উৎপাদন করার অবাধ অধিকার দেয়া হয় তখনও তারা পানি সম্পর্কে দূষিত করার কথা চিন্তা করবে না, উর্বর মাটি ক্ষয়ের পক্ষেও সাই দিবে না অথবা খড়কোটো জালিয়ে পরিবেশের ক্ষতি সাধন করবে না।

যদি একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করা হয় তখন এ সকল সিদ্ধান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। তবে এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে পরিবেশের কথাও ভাবতে হবে। অধিকাংশ কৃষি নমুনায় আমরা কোন পরিবেশ রক্ষার বিবেচনা দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের ধারণা যেন আমরা যাই করি না কেন পৃথিবী ঠিকই তার যৌবন ও উর্বরতা ধরে রাখতে পারবে কেননা এর একটি নতুনত্বের চিরস্থায়ী ক্ষমতা রয়েছে। যদিও আমরা চানি এ ধরনের ধারণা একবারেই অমূলক। ডেভিস এবং ল্যাংহাম মনে করেন যে বর্তমান প্রজন্মকে অবশ্যই নিরবচ্ছিন্ন কৃষি ব্যবস্থার কথা ভেবে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

উন্নয়নশীল বিশ্বের দিকে ইঙ্গিত করে তারা বলেন যে সেখানে সমস্যার জটিলতা অনেক বেশি তাই শিল্পায়ন ও নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের প্রশ্ন আসলে তাদেরকে অনেক কিছুই বিবেচনা করতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে যে কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে চলাফেরা করছে তা পরিবেশের বিবেচনায় মোটেই টেকসই নয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কখন আমরা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উন্নত বিশ্বের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য চাপ দিতে পারি? ডেভিস এবং ল্যাংহাম কিছুটা চতুরতার সাথে ইঙ্গিত দেন যে একটি বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা হচ্ছে একধরনের রাজনৈতিক ব্যর্থতা। তাই রাজনৈতিক কাঠামোকে হতে হবে স্থিতিশীল যাতে সংস্কৃতি সঠিকভাবে প্রতিভাত হয়। এত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা যাবে এবং এটি কৃষি উন্নয়নকে আরো উৎসাহিত করবে।

প্রযুক্তি উন্নয়ন স্বভাবতই শ্রমিকদের স্থানচ্যুত করে। উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলোকে জনসংখ্যা ভারসাম্যের স্বার্থে শ্রম ঘন কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। তাদেরকে শ্রমিক সাশ্রয়ী প্রযুক্তির খোঁজ করাটা মানায় না। যেমন, বিশ্ব ব্যাংক যখন উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশে বাঁধ তৈরি করার জন্য অর্থায়ন করেন তখন সংস্থাটি ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে কেননা এই ধরনের প্রকল্পের কারনে হাজারো মানুষ আবাসন চ্যুত হয় (লাসিকা, ১৯৯৪)। এতে করে আমরা শুধু আমাদের কৃষ্টি ও চর্চাকে হারাই নি। যদি মূল্যের সাথে সার্বিক লাভ ক্ষতির চিন্তা করা হয় তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে লাভের চেয়ে ক্ষতির পাল্লাই ভারী। আমরা কেন এমন শ্রমিক সাশ্রয়ী প্রযুক্তির আশ্রয় নিব যা কিনা আবার পরিবেশ সমস্যার সৃষ্টি করে? এটাই কি আসলে উন্নতি ও প্রগতি? এটা কি কখনো নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়নের নমুনা বলা যায়?

উপসংহার

উন্নয়ন–সমাজতত্ত্ববিদগণ কিংবা ফলিত সমাজবিজ্ঞানীকে এখনই পরবর্তী শতাব্দীর বাজার ব্যবস্থা নিয়ে দ্রুত কিছু একটা বলতে হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এখন অবশ্য ফলিতবিজ্ঞানীকে ব্যবসার সাথে মিলিয়ে দেয়ার কথা বলা হচ্ছে। আমার বিশ্বাস যদি আমরা কৃষিমুখী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য বাণিজ্য এবং লাভ ক্ষতির সম্পর্ক অর্থনৈতিক কাঠামোর ক্ষেত্রে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা বাস্তবিক বিশ্বের সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হব। কৃষিমুখী অর্থনীতির ক্ষেত্রে যদি আমরা পদ্ধতি ও প্রযুক্তিগুলো নিয়ে চিন্তা না করি তাহলে বাস্তবিক জগতে আমরা উল্টো আরো জটিলতার সম্মুখীন হব।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

Kohls, R.L and J. Uhl, *"Marketing of Agricultural Products,"* 7th cd., New York, NY., MacMillan Publishing Co., 1990.

Krugman, Paul, "A Model of Innovation, Technology Transfer, and the World Distribution of Income," .*Journal of Political Economy, 87(1979):* pp. 253-266.

Lachica, Eduardo, "Environmentalists are opposing plans of World bank to build Dam in Nepal. (Arun hydroelectric project)," The *Wall Street Journal, 9/1 2/1 994, p A9G (W)* p A I IA(E), COI3.

Mansfield, E., "Unauthorized Use of Intellectual Property: Effects on investment, Technology Transfer, and lnnovat ion." In *Global Dimensions of Intellectual Property Rights, In Science and Technology,* eds. Wallcrstein, Mogec, and Schocn, National Academy Press, Washington, D. C., 1993.

Maskus, K. E., "Intellectual Property Rights and the Uruguay Round," *Federal Reserve Bank of Kansas Economic Review, 78(1993):* pp. I I -28.

Weatherspoon, Dave D., *Industrialization and Sustainable Development, Are We Ready? Discussion*, *Journal Agr and Applwd* ECOI1 27 (1), .hdy, 1995:39-42 **.** Florida A&M University, Tallahassee, Florida.

Weatherspoon, Dave D., "An Examination of Intellectual Property Rights in Sub-Saharan Africa," position paper "Sustainable African Agricultural Technology Systems Design Workshop," USAID/AFR/SD/PSGE, 9/1 ,94.